# জোহানেসবার্গ সম্মেলন-২০০২

## কৃষি উৎপাদনশীলতা সম্পর্কিত তথ্যাবলী

### সমস্যা

পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষকে খাওয়ানোর চেয়েও বেশি খাদ্য রয়েছে কিন্তু তা' হলেও শস্যহানি ঘটলে একশত কোটিরও বেশী মানুষ, যাদের খাদ্য ও আয়ের একমাত্র উৎস হলো তাদের ফলানো খাদ্যশস্য, তাদের হাতে খাদ্য কেনার মত কোনো অর্থ থাকেনা। পৃথিবীর সর্বাধিক দরিদ্র যে ১২০ কোটি মানুষ, তাদের ৭০ শতাংশই বাস করে গ্রামাঞ্চলে। গ্রামীন কৃষি উৎপাদনশীলতা মারাত্মক ভাবে হ্রাস পাচ্ছে। এর বেশির ভাগ কারণ জমির মান অবনতি, যার কারণে বিশ্বের মোট আবাদী জমির দুই তৃতীয়াংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বহু ক্ষেত্রে কৃষি উৎপাদনশীলতার অধঃগতি জীবিকার জন্য বনভূমি, তৃণভূমি, জলাভূমি প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য করে। এর কারণে পরিবেশ এবং দারিদ্র উভয়ই তীব্রতর হয়। দারিদ্র দুর করা এবং পরিবেশের উপর চাপ কমানোর মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নকে এগিয়ে নিতে কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির আবশ্যকতাকে বিবেচনায় রেখে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান জোহানেসবার্গ শীর্ষ সম্মেলনের পাঁচটি প্রধান বিবেচ্য বিষয়ের মধ্যে জমির মান অবনতি রোধের বিষয়টিকে অন্যতম গুরুত্ব প্রদান করেছেন, যেক্ষেত্রে সন্তোষজনক ফলাফল অর্জন করা সম্ভব এবং অত্যাবশ্যক।

আবহাওয়ার পরিবর্তন, খরা এবং বন্যার মত প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত সমস্যা ছাড়াও আরও বেশকিছু কারণে আবাদী জমির অটেকসই ব্যবহার চলছে, যা পরিণতিতে দারিদ্রকে আরও তীব্রতর করছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জমি ও তৃণভূমি, নদী বা বন সম্পদে ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভাড়া বা ইজারা ব্যবস্থার নিশ্চয়তার অভাব।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে খামার পর্যায়ের সমস্যা জাতীয় পর্যায়ে এসে আরো জটিল রূপ ধারণ করে। বাণিজ্য উদারিকরণের দাবী উন্নয়নশীল বিশ্বের বহু দেশকে তাদের 'টেরিফ' কমাতে বাধ্য করেছে। ফলে নতুন ও সস্তা আমদানীর সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, অপরদিকে উন্নত দেশগুলোর উচ্চ 'টেরিফ' এবং ভর্তুকি কৃষিপণ্যকে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে দিচ্ছেনা।

কৃষি এবং খাদ্য নিরাপত্তার জন্য উদ্ভিদের 'জানোটিক' সম্পদ অত্যন্ত জরুরী। জাতিসংঘের কৃষি ও খাদ্য সংস্থা (এফএও)-এর হিসাব অনুযায়ী মানবজাতির ইতিহাসে প্রায় ৭ হাজারের মত প্রজাতিকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। আকের দিনে আমাদের মোট খাদ্যের ৯০ ভাগ যোগান দিচ্ছে অনূর্ধ ১২০ প্রজাতির চাষাবাদকৃত খাদ্যশস্য। উপরধ এ সব চাষাবাদের প্রজাতির অধিকাংশের জৈব বৈচিত্র্য বিংশ শতাব্দীতে নিঃশেষিত হয়েছে।

Plant Genetic Resources for food and Agriculture অর্থাৎ উদ্ভিদ জেনেটিক বৈচিত্রের মাধ্যমে খাদ্য ও কৃষি উন্নয়ন শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি ২০০১ সালের নভেম্বরে সম্পাদিত হয়। এই চুক্তির অভীষ্ট টেকসই ব্যবহার ও ব্যবহারের সুফলগুলির ন্যায়সঙ্গত এবং সুষম বন্টনসহ সেগুলোর বাণিজ্যিক ব্যবহারের আর্থিক সুফলেরও সুষম বন্টন। এই বাধ্যতামুলক আন্তর্জাতিক চুক্তি কৃষকদের অধিকার সংরক্ষণ করবে এবং বিশ্বের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের স্বার্থে ৬৪টি প্রধান খাদ্যশস্যের জেনেটিক সম্পদ বিনিময়ের একটি বহুজাতিক ব্যবস্থার সুযোগ করে দেবে।

বিশ্বের ভূপৃষ্ঠের প্রায় ১১ শতাংশ খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হয়। অথচ ল্যাটিন আমেরিকা, সাব-সাহারীয় আফ্রিকা এবং পূর্ব এশিয়ার কিছু দেশে কৃষি ব্যবহারযোগ্য জমির পরিমাণ বাড়ানোর এখনও অনেক সুযোগ রয়েছে। দক্ষিণ এশিয়া, নিকট প্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকার আবাদী জমি বাড়ানোর কার্যতঃ কোনো সুযোগ নেই।

মানুষের মাথাপিছু আবাদী জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশে এর পরিমাণ ছিলো ১৯৬১/১৯৬৩ সালে জনপ্রতি/০.৩২ হেক্টর এবং ১৯৯৭/১৯৯৯ সালে ০.২১ এবং ধারণা করা হচ্ছে ২০৩০ সাল নাগাদ জনপ্রতি আবাদী জমির এই অনুপাত কমে দাঁড়াবে ০.১৬ হেক্টরে।

বিশ্বব্যাপী মান অবনতির ৪০ শতাংশের জন্য দায়ী ভুমিধস বা মাটির ক্ষয়। কৃষির জন্য জমি চাষ অর্থাৎ ভূমি কর্ষণই এর প্রধান কারণ।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে কৃষি কাজেই সর্বাধিক পরিমাণ পানি ব্যবহার হয়। পৃথিবীর মোট উত্তোলিত সুপেয় পানির প্রায় ৭০ ভাগই লাগে কৃষিকাজে। আফ্রিকা মহাদেশে, মধ্যপ্রাচ্যে ও দক্ষিণ এশিয়ায় মোট উত্তোলিত পানির প্রায় ৯০ ভাগই কৃষির প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। শুধুমাত্র OECD-ভুক্ত দেশগুলিতে শিল্প উৎপাদনে উত্তোলিত পানি সম্পদের অধিকাংশ ব্যবহৃত হয়।

উন্নয়নশীল বিশ্বের সেচের আওতাধীন জমির ২০ থেকে ৩০ শতাংশ জলাবদ্ধতা বা লবনাক্ততার কারণে বিনষ্ট

হয়। এছাড়া সেচের আওতাধীন প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ হেক্টর জমি চাষাবাদের অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে বলে ধারণা করা হয়।

প্রায় ২৫ কোটি মানুষের জীবনে বিরূপ প্রভাব রেখেছে মরুকরণ প্রক্রিয়া-অর্থাৎ জমির মান অবনতি। এই একই কারণে প্রায় ১০০ কোটি মানুষের জীবন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

কৃষিতে নিয়োগযোগ্য সরকারী সম্পদ ফুরিয়ে আসছে। ১৯৯০-এর দশকে কৃষিতে সরকারী উন্নয়ন সহায়তার মাত্র অর্ধেক হ্রাস পেয়েছে।

## করণীয় কী ?

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)-এর একটি হিসাব অনুযায়ী বুভুক্ষ মানুষের সংখ্যা কমিয়ে এনে তাদেরকে অধিকতর উৎপাদনশীল করে তুলতে পারলে বছরে প্রায় ১২ হাজার কোটি ডলারের সুফল পাওয়া যেতে পারে। আবার অন্য কয়েকটি হিসাবে দেখা যায়, বিশ্বের মোট বুভুক্ষ মানুষের সংখ্যা অর্ধেক কমিয়ে আনার জন্য দরকার কৃষিতে মাত্র ২ হাজার ৪শত কোটি ডলারের বাড়তি সরকারী বিনিয়োগ। যে সব খাতে এই বিনিয়োগের প্রস্তাব করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে সমন্বিত ভূমি ব্যবস্থাপনা ও পানি ব্যবহার, জলজ ও বনজ পরিবেশ ব্যবস্থাপনা এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ।

১৯৯২ সালের ধরিত্রী শীর্ষসম্মেলনে (মরুকরণ প্রতিরোধে জাতিসংঘ কনভেনশন) মরুকরণ প্রতিরোধে কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয়। যদিও এ সব কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত তহবিল কখনোই জোগাড় করা সম্ভব হয়নি। জোহানেসবার্গে এ সম্পর্কিত যে প্রস্তাবটি বিবেচনা করা হবে তা' হলো উক্ত কনভেনশন বাস্তবায়নের জন্য "গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটি" সংস্থাকে অনুমতি প্রদান করা।

যোগাযোগঃ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা
www.unicdhaka.org; e-mail: info.unic@undp.org